গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

নং-২১.০০.০০০০.৩০৭.০১৪.০০১.২০১৭-০৯ তারিখ: ১৪-১১-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ।

বিষয়: "পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ"-শীর্ষক প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত "পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। আইএমই বিভাগ কর্তৃক প্রণীত উক্ত প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন কপি সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

২। পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যাবস্থা ১ (এক) মাসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ০৫ (পাঁচ) পাতা।

১৪-১১-২০১৭

মো: মশিউর রহমান খান মিথুন
সহকারী পরিচালক
ফোন: ০১৭১৭২৫৮৯৯৬

সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
৩। প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ",পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, খাগড়াছড়ি।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।
২। মহাপরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।
৩। পরিচালক, সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর,ঢাকা।
৪। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

চলমান প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: মো: মশিউর রহমান খান মিথুন

পরিদর্শন তারিখ: ২৭-০৯-২০১৭

১। **প্রকল্পের নাম** : পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ।

২। (ক) **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ:** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(খ) **বাস্তবায়নকারী সংস্থা:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

৩। **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):**

মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
১৯৯৮.০০	১৯৯৮.০০	-

৪। **প্রকল্পের অর্থায়ণ (ঋণ/অনুদান/ইকুইটি):** বাংলাদেশ সরকারের অনুদান।

৫। **বাস্তবায়নকাল:** জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮

৬। **প্রকল্প এলাকা:**

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৭.১ **প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:** খাগড়াছড়ি পৌরসভার দক্ষিণ-পূর্বাংশ জুড়ে রয়েছে নীচু জলাভূমি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে শহরটির একাংশ এই নীচু জলাভূমিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। এখানে প্রায় ১,৪০০ পরিবার বসবাস করে। এছাড়াও এখানে রয়েছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা। পূর্বে বর্ষা মৌসুমে খাগড়গাছড়ি শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা মূলতঃ রাঙ্গাপানিছড়া ক্যানেল-এর উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু একমাত্র রাঙ্গাপানিছড়া ক্যানেল বর্ষার পানি নিষ্কাশনের জন্য যথেষ্ট না হওয়ায় খাগড়াছড়ি শিশুসদন, মধুপুর, নয়নপুর, পানখাইয়াপাড়া, আনন্দনগর, কল্যাণপুর এবং খাগড়াছড়ি বাজারের দক্ষিণাংশ হয়ে বটতলী এলাকায় চেংগীনদী পর্যন্ত একটি সাব ক্যানেল তৈরী করা হয়। ক্যানেলটি মাটির হওয়ায় এটির অধিকাংশ ভরাট হয়ে গেছে এবং অনেক অংশ ভেঙ্গে গেছে। ক্যানেলটি ভরাট হওয়ায় প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে আশেপাশের এলাকা প্লাবিত হয়। এটি আরসিসি কাঠামোতে নির্মাণ করা হলে খাগড়াছড়ি শহরের একটি বড় অংশে পানি সহজে নিষ্কাশিত হবে এবং আশেপাশের এলাকা বন্যার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এছাড়া শুষ্ক মৌসুমে ক্যানেল থেকে পাশের জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে। এসব বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে আলোচ্য প্রকল্পটি ১৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে গ্রহণ করা হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্য:**

- উপজেলার ১,৪০০ পরিবার, সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা এবং ফসল বন্যার কবল হতে রক্ষা করা;
- ৫৭০ একর চাষযোগ্য জমিতে সেচ সুবিদা প্রদান;
- পৌর এলাকা পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখা।

৭.৩ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:** (ক) মাটির কাজ (খ) পূর্ত কাজ

৭.৪ **প্রকল্প অনুমোদন পর্যায়:** আলোচ্য প্রকল্পটি ১৯৯৮.০০ লক্ষ টাকায় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ২৮/০৬/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৭.৫ **প্রকল্পটির সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য/ কার্য/সেবা) বাস্তবায়ন:** প্রকল্পটির সামগ্রিক ক্রয় পরিকল্পনায় 'কার্য (Works)' ক্রয়ের জন্য তিনটি প্যাকেজ রয়েছে। এ প্যাকেজসমূহকে একীভূত করে একটি প্যাকেজে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কাজের পরিমাণ ২৮৩৫ মিটার মাস্টার ড্রেন নির্মাণ করা। আর্থিক সংস্থান রাখা হয়েছে ১৯৭৫.৪৫ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯৮.৮৮%।

৮। **<u>প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:</u>**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সেপ্টেম্বর,১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	(ক) রাজস্ব খাতঃ								
	সরবরাহ ও সেবাঃ								
১।	ডাক	১.০০	থোক	১.০০	১০০%	-	-	-	-
২।	টেলিফোন/মোবাইল/ইন্টারনেট	১.০০	থোক	০.৪০	৪০%	০.৬০	৬০%	-	-
৩।	ছাপা ও প্রকাশনা	৩.০০	থোক	৩.০০	১০০%	-	-	-	-
৪।	ষ্টেশনারী	৫.০০	থোক	৫.০০	১০০%	-	-	-	-
৫।	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৪.০০	থোক	০.৪৩	১০.৭৫	৩.৫৭	৮৯.২৫%	-	-
৬।	আপ্যায়ন	৪.৬০	থোক	০.৫০	১০.৮৭%	৪.১০	৮৯.১৩%	-	-
৭।	সম্মানী	৪.৮০	থোক	০.৪৭	৯.৭৯%	৪.৩৩	৯০.২১%	-	-
৮।	অন্যান্য ব্যয়	১.৬০	থোক	১.২০	৭৫%	০.৪০	২৫%	-	
	উপ-মোট রাজস্বঃ	**২৫.০০**		**১২.০০**		**১৩.০০**			
	(খ) মুলধন খাতঃ								
৯।	**নির্মাণ ও পূর্তঃ**								
	(১)মাটির কাজ	৬৩.০৬	৩৬৮৭৪.৮১ ঘঃ মিঃ	৩০.০০	৪৭.৫৭%	৩৩.০৬	৫২.৪৩%	-	-
	(২)পূর্ত কাজ	১৭৮৮৫.৪৪	৬৬৩৩৫.০৯ বর্গ মিঃ	৯৭১.০০	৫৪.৩৮%	৮১৪.৪৪	৪৫.৬২%	-	-
	(৩)পূর্ত কাজ		১৬৯৭৬.৮২ বর্গ মিঃ						
	উপ-মোট মুলধনঃ	**১৮৪৮.৫০**		**১০০১.০০**		**৮৪৭.৫০**			
	মোটঃ (ক+খ)	**১৮৭৩.৫০**		**১০০০.০০**		**৮৬০.৫০**			
১০।	(গ) প্রাইস কনটিনজেন্সী	৮৮.৫০		-		৮৮.৫০			
১১।	(ঘ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী	৩৬.০০		-		৩৬.০০			
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	১৯৯৮.০০	১০০%	১০০০.০০ (৫১%)	(৫৪.৯০%)	৯৮৫.০০	৫৫.১০%		০%

৯। **প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:** অগ্রগতি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০১৭ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১০০০.০০ লক্ষ টাকা, যা মোট ব্যয়ের ৫১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৪.৯০%। উল্লেখ্য, প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুন ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। সার্বিক অগ্রগতি বিবেচনায় অসমাপ্ত/অবশিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথা সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে চলতি প্রকল্প তালিকায় ১০১২.৪৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ১০১৩.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে এবং ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে চলতি প্রকল্প তালিকায় ৯৮৫.৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও অদ্যাবধি ৪৯৯.৫০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

১০। **অর্থবছর অনুযায়ী ডিপিপি'র সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়:** ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রগতি সংক্রান্ত চিত্র নিম্নের সারণীর মাধ্যমে দেখানো হলো:

ক্রঃ নং	আর্থিক সন	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'তে আর্থিক সংস্থান	এডিপি/আরডিপিপি'র বরাদ্দ	ছাড়কৃত অর্থের পরিমান	ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থ সমর্পন সংক্রান্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	২০১৬-২০১৭	১০১২.৪৯	১০১৩.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	-
২।	২০১৭-২০১৮	৯৮৫.৫১	৯৮৫.০০	৪৯৯.৫০	-	-
	মোট	**১৯৯৮.০০**	**১৯৯৮.০০**	**১৫১২.০০**	**১০০০.০০**	

১১। **পরিদর্শন:** গত ২৭/০৯/২০১৭ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়নাধীন "পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি জেলার সদর উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে খাগড়াছড়ি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পটির ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

১১.১ **প্যাকেজের বিবরণ:** "নয়নপুর মসজিদ হতে বটতলী মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ"। ড্রেনটির দৈর্ঘ্য ২৮৩৫ মিটার এবং আর্থিক সংস্থান ১৯৭৫.৪৫ লক্ষ টাকা।

১১.২ **নির্মাণ কাজের সংগ্রহ/ক্রয় প্রক্রিয়া:** ক্রয় প্রক্রিয়া পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উক্ত একক প্যাকেজটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে নির্মাণ কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্রটি 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় ০৮/০৯/২০১৬ তারিখে, 'দৈনিক সবুজদেশ' পত্রিকায় ১০/০৯/২০১৬ তারিখে, 'দি ক্যাপিটেল নিউজ' পত্রিকায় ১০/০৯/২০১৬ তারিখে, 'দৈনিক অরণ্যবার্তা' পত্রিকায় ১১/০৯/২০১৬ তারিখে এবং 'দি ডেইলি ষ্টার' পত্রিকায় ০৮/০৯/২০১৬ তারিখে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। দরপত্র পাওয়া যায় ৩টি। প্রাপ্ত ৩টি দরপত্রই রেসপনসিভ হিসেবে বিবেচিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক মূল্যায়িত ও সুপারিশের প্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স সেলিম এন্ড ব্রাদার্স-এর দাখিলকৃত উদ্ধৃত দর ৪.৯৬% উদ্ধৃতদরে মূল্যায়িত সর্বনিম্ন দরদাতার ১৯৭৫.৪৫ লক্ষ টাকার দরপ্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়, যা অনুমোদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ জুন ২০১৮।

১১.৩ **বাস্তব কাজ অবলোকন:** পরিদর্শনে দেখা যায় যে, মাস্টার ড্রেনটি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ১০ ফুট প্রশস্ততায় নির্মাণ করা হচ্ছে। সড়ক থেকে বসতবাড়িতে যাতাযাতের জন্য মাস্টার ড্রেইনের উপর কালভার্ট নির্মাণ করা হয় এবং বসতবাড়ির ব্যবহারকৃত পানি মাষ্টার ড্রেইনে পাইপের মাধ্যমে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে নির্মিত অংশের কাজের মান সন্তোষজনক মনে হয়েছে।

পরিদর্শনের স্থির চিত্র:

চিত্র-১: মাষ্টার ড্রেইনের একাংশ

চিত্র-২: মাষ্টার ড্রেইন ও পার্শ্ববর্তী রাস্তার ফাঁকা অংশ

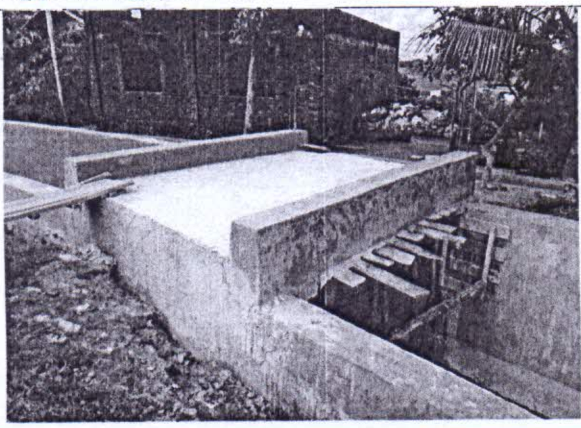

চিত্র-৩: যাতাযাতের জন্য মাস্টার ড্রেইনের উপর নির্মীত কালভার্ট

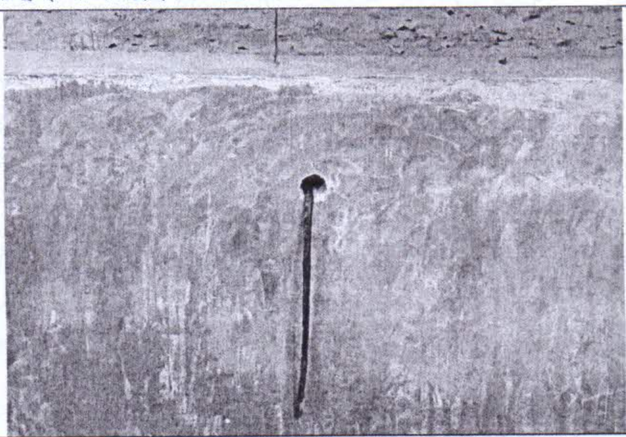

চিত্র-৪: বসতবাড়ির ব্যবহৃত পানি মাষ্টার ড্রেইনে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা

চিত্র-৫: মাষ্টার ড্রেইন ও চেংগীনদীর প্রস্তাবিত সংযোগ স্থান

চিত্র-৬: সেচ সুবিদার জন্য প্রদানের জন্য মাষ্টার ড্রেইন

১২। **পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন সমস্যা:**

১২.১ **সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন ত্রুটিপূর্ণ:** প্রকল্পটি গ্রহনের পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তিন জন সদস্য দ্বারা এ সম্ভাব্যতা যাচাই পূর্বক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। তবে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদনটিতে সার্বিক দিক বিবেচনা না করে দুর্বলভাবে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী অবহিত করেন যে, ড্রেইনটি চেংগীনদীর সাথে সংযোগ পেতে দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০০ মিটার বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা ডিপিপি'র অনুমোদিত অংশের দ্বিগুণ হবে। ড্রেইনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে ড্রেইন সংশ্লিষ্ট মাটির কাজও বৃদ্ধি পাবে। পরিদর্শনের সময় নির্মাণ কাজ বন্ধ দেখা গিয়েছে। কাজ বন্ধ থাকার বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী আরও জানান প্রকল্পের বাস্তব কাজের পরিমান ও ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে প্রকল্পের সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১২.২ **ত্রুটিপূর্ণ ড্রইং, ডিজাইন ও ব্যয় প্রাক্কলন:** ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনায় বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়। ফলে ড্রইং ও ডিজাইনের প্রেক্ষিতে যে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে তা সবই ত্রুটিপূর্ণ মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে;

১২.৩ **মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা:** প্রকল্পটি অনুমোদন প্রাক্কালে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয় ।কিন্তু উক্ত কমিটির সম্মিলিত মনিটরিং প্রতিবেদন অদ্যাবধি করা হয়নি;

১২.৪ **ব্যয় প্রাক্কলন এলজিডি না গণপূর্ত অধিদপ্তরের তা স্পষ্ট নয়:** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড-এর নিজস্ব রেট সিডিউল না থাকায় অবকাঠামো সমূহের ডিজাইন এলজিইডি'র Road Design Standard অনুসারণে হালনাগাদ রেট সিডিউলের ভিত্তিতে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় (DPP পৃ: ৩৬ এর ৪.১ ও ৪.২)। কিন্তু DPP'র পৃষ্টা ২৭-৩৯ এর প্রাক্কলন হতে দেখা যায় এটি গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউলের ভিত্তিতে ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে;

১২.৫ **সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করা:** আলোচ্য দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়নি; এবং

১২.৬ **মাসিক ও ত্রৈমাসিক অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ না করা:** প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য আইএমইডি'র ছক-০৫ ও ছক-০৩ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডি'তে নিয়মিত ভাবে প্রেরণ করা হয় না । ফলে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় সংসদ, একনেকসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দফতরের চাহিদামত তথ্য সরবরাহে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

১৩। **সুপারিশ:**

১৩.১ ভবিষ্যতে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে মানসম্মত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন, ড্রেইনের প্রকৃত দৈর্ঘ্য নিরুপণ, বাস্তবতার নিরিখে ব্যয় প্রাক্কলন নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রকল্প নিতে হবে যাতে উদ্ভূত সমস্যার সৃষ্টি না হয়;

১৩.২ সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবশিষ্ট অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিতসহ কাজের তালিকা (Work/Activity list) প্রণয়ন করতে হবে এবং সে মোতাবেক Work Breakdown Structure (WBS) করে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক Critical Path (CPM)Method অনুসরণ করে যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৩.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি অনুসরণ না করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করবে;

১৩.৪ ড্রেইনটির ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি কোনটি তা স্পষ্ট নয়। যেকোন একটি রেট শিডিউল অনুসরণ করার বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে;

১৩.৫ ভবিষ্যতে ক্রয়সংক্রান্ত তথ্যদি সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ বিষটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে তা নিশ্চিত করতে হবে;

১৩.৬ প্রকল্পটি অগ্রগতি সংক্রান্ত আইএমইডি-০৫ এবং ০৩ ফরমেট অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৩.৭ প্রকল্পের সুফল নিশ্চিত করার জন্য একটি পরিপূর্ণ Exit Plan প্রণয়নে এখন হতে সচেষ্ট হতে হবে এবং Exit Plan এর কপি আইএমইডিকে সরবরাহ করতে হবে; এবং

১৩.৮ সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।

২৫-১১-২০১৭

(মো: মশিউর রহমান খান মিথুন)
সহকারী পরিচালক